Released: 3-12-1938

সাথী

নিউ থিয়েটার্স

সাথী

নিউ থিয়েটার্সের অভিনব চিত্র

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

কলিকাতা

সাথী

চরিত্র

সায়গল	...	ভুলুয়া
কানন	...	মঞ্জু
অমর মল্লিক	...	ত্রিলোকনাথ
শৈলেন চৌধুরী	...	অমরচাঁদ
সুবীর	...	ভুলুয়া (ছোট)
রেখা	...	মঞ্জু (,,)
কমলা	...	পিয়ারী
বোকেন চট্টো	...	নবু
অহি সান্নাল	...	সঙ্গীত শিক্ষক
নরেশ বোস	...	কবি
পরেশ চট্টোপাধ্যায়	...	মধু
ভানু ব্যানার্জ্জি	...	রেডিও ম্যানেজার
নির্ম্মল ব্যানার্জ্জি	...	'কালীমাতা' থিয়েটারের ম্যানেজার
ব্রজপাল	...	নৃত্য শিক্ষক

এবং

সত্য মুখার্জ্জি, বিনয় গোস্বামী, শৈলেন পাল, পূর্ণিমা, সুকুমার পাল, সুধীর মিত্র, কেষ্ট দাস, খগেন পাঠক, হুয়া ইত্যাদি।

●

কাহিনী ও পরিচালনা	...	ফণী মজুমদার
চিত্রশিল্পী	...	দিলীপ গুপ্ত, সুধীশ ঘটক
শব্দযন্ত্রী	...	লোকেন বসু
সঙ্গীত পরিচালনা	...	রাইচাঁদ বড়াল
রসায়ণাগারাধ্যক্ষ	...	সুবোধ গাঙ্গুলী
সম্পাদক	...	কালী রাহা
ব্যবস্থাপক	...	পি, এন, রায়
দৃশ্য-সজ্জা	...	সৌরেন সেন, অনাথ মৈত্র
সেট	...	পুলিন ঘোষ
ইউনিট ব্যবস্থাপক	...	বোকেন চট্টো
কথা	...	মনি দত্ত
গান	...	অজয় ভট্টাচার্য্য

সহকারী :

পরিচালনায়	...	কার্ত্তিক চট্টো
সঙ্গীত পরিচালনায়	...	জয়দেব শীল
চিত্রশিল্পে	...	কেষ্ট হালদার, সুহৃদ ঘোষ
শব্দযন্ত্রে	...	শ্যামসুন্দর ঘোষ
দৃশ্য সজ্জায়	...	সুধীর ভট্টাচার্য্য

সাথী

কাহিনী

গ্র্যাণ্ড ট্রাভেলিং থিয়েটারের তাঁবু পড়ল কল্‌কাতার শহরতলীতে এক বস্‌তী মহলায়। খুব ঢাক পিটিয়ে হাঁক্‌তে লাগল—

চারটি করে পয়সা দাও
হাজার মজা লুটে নাও—
গিন্নী থাকেন রাণীর মতন
বাট্‌না বাটেন স্বামী রতন
হাল্‌ দুনিয়ার আজব ব্যাপার
চোখের উপর দেখ্‌বে এবার
হুররো হো হুররো হো—

পাড়ার ইচড়ে পাকা বাপ মা না-জানা বয়াটে ছোঁড়া ভুলুয়াও কমিক পার্ট পেয়েছে এ থিয়েটারে। আর আর বয়াটে ছোঁড়াদের মাঝে সে একজন বাহাদুর। যাকে খুসী থিয়েটারে ঢোকাতে পারে—অবশ্য গোপনে।

বেকুফ্ ম্যানেজার বুঝলো না। সে ভুলুয়াকে ধরতে পেরে কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল ভিতরে।

ভিতরে ষ্টেজে তখন অতি আধুনিক 'ওয়াইফ্' চেয়ারে বসে বই পড়ছে। হাজব্যান্ড এসে চু'কল খাবার নিয়ে। 'ওয়াইফ্' ধম্‌কে গাইলো—

ওয়াইফ্ ঃ দেরি কেন ভাত দিতে

'হাজব্যান্ড' ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—

হাজব্যান্ড ঃ হাত কেটে একাকার কুট্‌নো কুটিতে
ক্ষমা কিগো নাই তব চিতে?

ওয়াইফ্ ঃ যত করি দয়া, তত বাড়ে মুখ
ডেম্, নন্‌সেন্স, ফুল্।

'হাজব্যান্ড' বেফাঁস চটে যায়, বলে—

হাজব্যান্ড ঃ ইচ্ছা করে ছিঁড়ি তোমার - - -

অম্‌নি মনে পড়ে আধুনিকা ওয়াইফ্। মুখ সামলে নেয়, বলে—

হাজব্যান্ড ঃ খুড়ি আমার মাথার চুল।

ওয়াইফ্ ঃ জানো নাকি,
ঘোম্‌টা ফেলে চশ্‌মা পরে, চল্‌বে নারী
ঘোড়ায় চড়ে, আর না যাবে রান্না ঘরে।

হাজব্যান্ড ঃ আমিই তবে নোলক পরি, উড়িয়ে শাড়ী নীলাম্বরী
ঘরের কোনে থাকি।

ওয়াইফ্ ঃ জানো—আমরা এবার উকিল হব, কৌন্‌সিলের
মেম্বট্ হব, হাকিম হব, মন্ত্রী হব।

হাজব্যান্ড ঃ সাবাস দেবী বিদ্যেধরী গুণের কথা আর কি কব?

ওয়াইফ্ ঃ জানো, উল্টে গেলো দুনিয়া

হাজব্যান্ড ঃ নারী করে কুচ্‌কাওয়াজ খোঁপার কাঁটা খুলিয়া।

এরপরে কুচ্‌কাওয়াজ করা নারী নাচ্‌তে নাচ্‌তে হাজব্যান্ডকে কান ধরে টেনে নিয়ে চলে যায়, দেখে খেল্-দেখ্‌নেওয়ালাদের মাঝে লাগে হাততালির ধুম।

সুযোগ বুঝে ভাঁড়ের পোষাক পরা ভুলুয়া খাবারটি বাগিয়ে বস্‌ল। নায়িকা ফিরে এসে তাড়া লাগাল। ম্যানেজার ভেতর থেকে ইসারায় বল্‌ল, 'পালিয়ে যা'। ভুলুয়ারও পালিয়ে যাবারই কথা। কিন্তু ম্যানেজারের মারের শোধ তুল্‌বার সুযোগ পেয়ে তাকে কলা দেখায়, বলে—'ষ্টেজে এসে তো আর মারতে পারবে না!'

নায়িকা উপায় না দেখে ভুলুয়াকে এক চড় লাগাল। আর যাবে কোথায়—ভুলুয়াও তাকে ঠেলে ফেলে দিল।

ম্যানেজার তেড়ে আসে ষ্টেজে। ভুলুয়াও এক লাফে নীচে। তারপর লোক-জনের ভিড় কাটিয়ে একেবারে পথে। পিছনে তাড়া করে আসে দলবল নিয়ে ম্যানেজার।

গলি দিয়ে তখন ছুট্‌ছে দম্‌কল্। ডানপিটে ভুলুয়া তড়াক করে সেই দম্‌কলের মই ধরে ঝুলে পড়ল।

দম্‌কল এসে থাম্‌ল জগত্তারিণী হোমের সামনে। ভুলুয়াও চুপচাপ নেমে পড়ে', মনের সুখে বিড়ি ধরিয়ে আগুন লাগার মজা দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

হঠাৎ ছোট্ট একটা মেয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে এসে পড়'ল তার গায়ে। ভুলুয়া অবাক হয়ে তাকে বল্লে,—'বা—রে'। মেয়েটি মঞ্জু।

দমকলওয়ালারা হাত-পা বাঁধা মঞ্জুকে পায় ভাড়ার ঘরে। অনাথালয়ের ম্যানেজার তাকে সাজা দিয়েছিল। এক ম্যানেজারের ভয়ে পালানো বালক ভুলুয়া, আর এক ম্যানেজারের ভয়ে জড়সড় মঞ্জুকে টেনে নিল কাছে। পথ ভরসা করে পালিয়ে চল্‌ল দুজনে।

কন্‌কনে শীতের রাত। পথ চলা আর যায় না। রাত কাটাবার ঠাঁই একটা চাইই। খালের জলে দুল্‌ছে নৌকার সারি। তারই একটায় লুকিয়ে উঠে কতকগুলো খালি চটের থলে গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল দুজনে।

গভীর রাতে আসে জোয়ার। ঘুমিয়ে পড়া শিশু দুটিকে বুকে বয়ে ভেসে চলে ডিঙি– কোন্ অচিন গাঁয়ে—জীবনের কোন অজানা হাটে।

সেখানে পথে পথে গান গেয়ে ভুলুয়া পয়সা রোজগার করে, যদিও তার মন পড়ে থাকে—শহরে। সে গায়—

সোনার শহর কলকাতায় মন চলেছে ভাই।
হাজার হাজার রাজার বাড়ী আর তো কোথাও নাই॥
আছে সেথায় গড়ের মাঠ তেপান্তরের মতো।
রূপালী জল গঙ্গা-নদী জাহাজ চলে কতো॥
রাত্রি নাকি দিন রে সেথা যেন পরীর দেশ।
অচল নাকি চলে সেথা চলার নাহি শেষ॥
সেই শহরে হারিয়ে যেতে মরেই যেতে চাই॥

কল্‌কাতার গুণগান করে ভুলুয়া; আর স্বপন দেখে, 'কত বড় বড় বাড়ী—ভোঁ ভোঁ মোটর গাড়ী, বিজলী বাতীর থিয়েটার'। মঞ্জুকে বলে—'সেই থিয়েটারে তুই নাচ্‌বি—আমি গাইব'। ভুলুয়া গান ধরে—

ঝুমুর ঝুমুর নুপুর বাজে, চাঁদ নাচে তারা নাচে।
পাহাড়িয়া ঝর্ণা বুঝি ঐ নুপুরে বন্দী আছে॥

—সঙ্গে সঙ্গে নাচে—মঞ্জু।

ভুলুয়ার গলায় ঝোলে হারমোনিয়াম—মঞ্জুর ঘাগ্‌রার বাহার যায় বেড়ে। গাঁয়ের পর গাঁ পিছনে ফেলে তারা চলে কল্‌কাতার দিকে। সুরের জালে পথের ধূলো মাতিয়ে মঞ্জু গেয়ে চলে—

যদি হারিয়ে যাবার লগণ এলো
হারিয়ে যাবো ঝড়ের দিনের ফুলের মত।

ভুলুয়া যোগান দেয়—

যদি ফোটার সময় আসেই আবার
মোরাই হব নতুন বকুল শত শত।
মঃ যে পথ চলে চলার পানে, ফিরার দিকে নয়
ভুঃ তারি সাথে মিতালি আজ মোদের যেন হয়।
মঃ সাগর পারের পাখী যখন নিরুদ্দেশে যায়;
ভুঃ সোনার খাঁচা ডাক্‌লে তারে সে না ফিরে চায়।
মঃ মাটির গড়া এ ধরণী যেথায় হবে শেষ,
সেথায় বুঝি আছে আমার স্বপ্নে পাওয়া দেশ।
ভুঃ সে দেশ লাগি তোমার আমার চির-পথিক বেশ।

একদিন তারা কল্‌কাতায় পৌছে এক বস্‌তীতে ডেরা বাঁধে। ভুলুয়া থিয়েটারে 'থিয়েটারে চাক্‌রীর ধাঁধায় ঘুরে মরে—চাক্‌রী জোটে না। কেউ বলে—'দেশে কি অ্যাক্‌টারের দুর্ভিক্ষ পড়েছে নাকি হে?' কেউ বলে—'বলি ছুঁড়ির বয়স কত?' কেউ হাঁকে—'বেয়ারা'!

তবু ভুলুয়া থিয়েটারে চাক্‌রী খোঁজে। মঞ্জু হাঁপিয়ে ওঠে শহরে। ভুলুয়াকে বলে—'এর চেয়ে কিন্তু গাঁয়েই ছিল ভাল।' একরোখা ভুলুয়া শোনেনা—থিয়েটারে সে কাজ জোটাবেই। পুঁজিপাটা ফুরিয়ে আসে। পেটের দায়ে আবার তাদের পথে বেরুতে হয়।

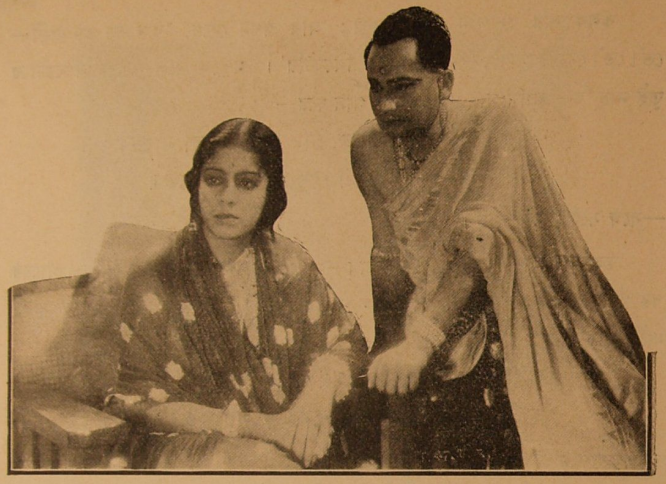

ডায়মণ্ড থিয়েটারের ম্যানেজার ও অভিনেতা সৌখীন অমরচাঁদ চমকে উঠে ভাবে—'কারা গায়'!

মঃ ঘর যে আমার ডাক দিয়েছে হারিয়ে যাওয়া নাম ধরে
কুঁড়ির বুকে গন্ধ আমি বন্দী হব আজ ঘরে।
ভুঃ পথের মায়া দূরের ছায়া আমায় নিল বাহির ক'রে
বাঁধন যেথা সেথায় ব্যথা চাহিনা আর ফিরতে ঘরে।

অমর ডেকে পাঠায় তাদের। মোহিত হয়ে শোনে—

মঞ্জু গাইছে—

নীড় ভোলা তুই পাখী, ওরে আয়রে ফিরে আয়
নয়ন ভরে জল রেখেছি দিব তোরই পায়।

জবাবে ভুলুয়া গাইছে—

ইন্দ্রজালের ইন্দ্রধনু ডাকে দূরে আয় ব'লে,
এড়িয়ে চলার ছন্দ আমার হিয়ার মাঝে তাই দোলে।

—তবু এরা এদের দু'জনকে চায়

মঞ্জু জানায়—

ঘরে জ্বলে ফটিক-বাতি তোমার তরে জাগিয়া

ভুলুয়া শোনায়—

বাইরে জ্বলে চাঁদের-বাতি আমার মিলন লাগিয়া

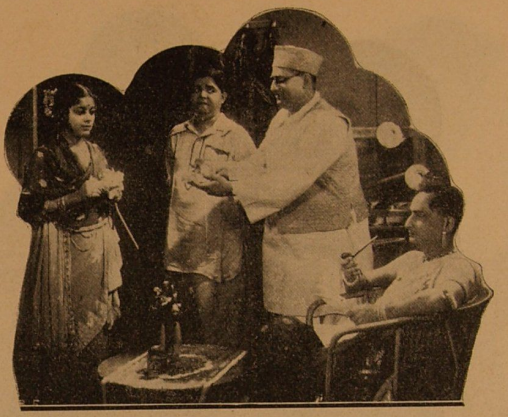

কী মধুর গান এদের! কী মধুর রূপ মঞ্জুর! মোহিত হয় অমরচাঁদ—তাই ভুলুয়া ও মঞ্জু থিয়েটারে চাকরী পাবার ভরসা পেয়ে বাড়ী ফেরে।

পাড়ার লোকে শুধু বলে—'অমর বাবুর চোখে পড়েছে—আর দেখতে হবে না'।

ডায়মণ্ড থিয়েটারের মালিক ধনীর-দুলাল কাপ্তেন ত্রিলোকনাথ। অমর এসে তাকে নিয়ে যায় 'বস্তীর নর্দ্দমা থেকে পদ্মফুল তুল্‌তে।'

চাক্‌রী হবে। বাড়ী ফিরে এসে কী খুসী ভুলুয়া। চাক্‌রী হবে! দুজনে নেচে গেয়ে পাড়া মাত করে তোলে। মঞ্জু যেন ভুলুয়াকে চটাবে বলেই গায়,—

রাখাল রাজারে
রাজা বলে ডাক্‌ব না আর, ডাকব না রে।
বৃন্দাবনের মন লয়ে তুই মন দিয়েছিস্ কারে?

ভুলুয়া চট্‌বার ছেলেই নয়—জবাব দেয়—

কৃষ্ণহারা হয় না কভু বৃন্দাবন,
মনের মাঝে যে মন আছে সেথায় হরি রয় গোপন।

মঞ্জু গায়—রাখাল রাজারে—

জীবন সম আলোরে তুই মরণ সম কালো
সেই যে বাঁচে, সেই যে মরে যে বেসেছে ভালো।

ভুলুয়া গায়—কূল ছেড়ে যে ফুলের মত ভাসে অকূলে
আমার কানু তারেই ডাকে প্রেমের গোকুলে।

অমর অপলক চোখে দেখে এদের এই সহজ সরল আমুদে জীবন। ত্রিলোক দেখে হাঁ করে মঞ্জুর রূপ। অবাক হয়ে অমর ভাবে মেয়েটি কত সরল, কত মধুর কেমন অনায়াসে তাকে বল্‌লো—'আপনাদের থিয়েটারে বুঝি সবাই মদ খায়?'

ত্রিলোক ভাবে—এত রূপ!

মঞ্জুর থিয়েটারে চাক্‌রী হলো। ভুলুয়া বেজায় খুসী। তার হাতে গড়া মঞ্জুর চাক্‌রী হয়েছে। সে উঠে পড়ে লাগ্‌লো মঞ্জুকে থিয়েটারের পার্ট, থিয়েটারের গান শেখাতে।

মঞ্জু শিখ্‌তে চায় না—বলে, "ওরা বুঝি আর তোমাকে চাক্‌রী দিতে পারতো না!" ভুলুয়া বোঝায়—'বলেছেই তো, পরের বইতে দেবে।' তবু মঞ্জু শুন্‌তে চায় না—রাগ করে—গাঁয়ে ফিরে যেতে চায়।

থিয়েটারে অভিনয় সুরু হয়। সেখানেও মঞ্জু বলে,—'চল ভুলুয়া আমরা পালিয়ে যাই। আমার পা কাঁপ্‌ছে—।' তবু ভুলুয়ার শাসন তাকে মান্‌তেই হয়। ভয়ে ভয়ে সে ষ্টেজে যায়। ভয়ে ভয়ে মালবিকাবেশী মঞ্জু গান ধরে—

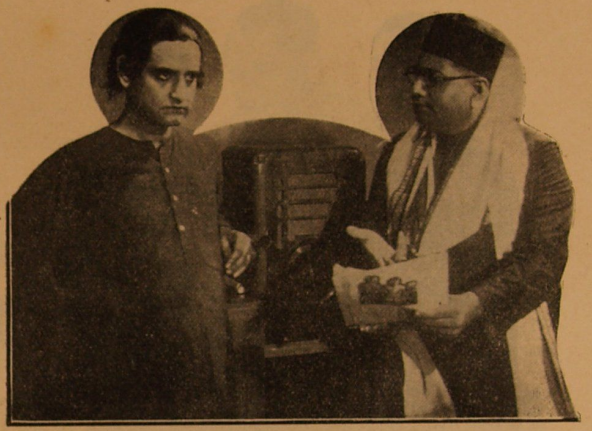

তোমারে হারাতে পারি না যে প্রিয়
নিজেরে হারানু তাই,
তোমার ছবিটি ভুলিব না বলে,
আপনারে ভুলে যাই।

ভুলুয়া ষ্টেজের এক কোণে বসে সাহস দেয়। ভুলুয়ার দিকে চেয়ে মঞ্জু গেয়ে যায়—

চন্দনবনে সে কোন বিমনা রাতে
রেখেছিলে হাত মোর দুটি ভীরু হাতে
কিছুতো আমার ছিলনা দেবার
আজ নিতে তুমি নাই।
পলকের দেখা চিরতরে ব্যথা বুঝি
ক্ষণিকের সাথী জীবন ভরিয়া খুঁজি
সুখের মাঝারে নিয়েছ বিদায়
এবার দুঃখে চাই॥

ঘর ভরতি লোক বাহবা দিয়ে উঠে। থিয়েটারের লোকজন ঘিরে ধরে মঞ্জুকে। চমৎকার গাইতে পারার খুসীতে মঞ্জু ছোট্ট মেয়েটির মতো ভুলুয়াকে জড়িয়ে ধরে। শুধু বলে—'ভুলুয়া—ভুলুয়া!'

আর ভুলুয়া—তার বুক দশ হাত হয়ে উঠে মঞ্জুর জয়গান শুনে।

দিন যায়—মাস যায়—মঞ্জুর নাম ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তবু মঞ্জুর এ সব ভাল লাগে না। থিয়েটারের আবহাওয়া দেখে তার মন তিতিয়ে উঠে। ভুলুয়ার চাকরী না-পাওয়ার দুঃখ বাজে তার বুকে। সে কেবল গাঁয়ে ফিরে যেতে চায়। ভুলুয়া কিছুতেই শোনে না। তার মনের থিয়েটারের নেশা দিয়ে মঞ্জুর মনকেও মাতাল করবার আশায় মঞ্জুকে দেখায়—

সোনার হরিণ, আয়রে আয়
ওরে আমার চির-চাওয়া স্বপন হাওয়া
আয়রে আয়।

ভাল না লাগলেও মঞ্জু গায়—

সোনার হরিণ, আয়রে আয়
কবে সে কোন শুক্লা রাতে ছিলি আমার নয়ন-পাতে
ছিলি মিশে হিয়ার-সাথে সে বুঝি মোর আর-জনমে হায়।

ভুলুয়ার বাসনা সফল হয়। মঞ্জুর মনে নেশা ধরে—আপনা থেকেই সে এখন গায়—

দেখেছি যে মায়া-মৃগ সে কি শুধু মায়া
সে কি আমার আপন মনের ছায়া?

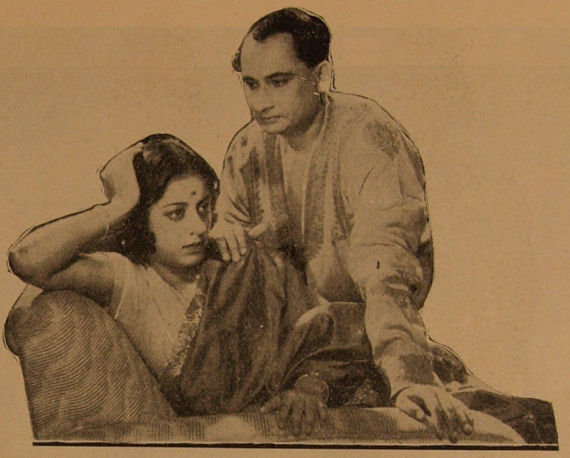

বস্‌তীর বাড়ীতে আর তার কুলোয় না। আসে কোঠা-বাড়ীতে। হার-মোনিয়াম সরে গিয়ে পিয়ানো দেখা দেয়। নামের নেশায় মাতাল মঞ্জু গেয়ে চলে—

কে বলে সে মরীচিকা মন-ভুলানো ছল
কোটী-রবির মুকুট যে তার করে ঝলমল্।
আলোর শিশু সোনার হরিণ বাজিয়ে চলে আলোরি বীণ
সব হারিয়ে তারেই পাবো স্বর্গ সুধার ফল।

গাঁয়ের মঞ্জুকে শহরের আলোয় গড়া সোনার হরিণের রূপ ভুলিয়ে নিয়ে যায়। ডায়মণ্ড থিয়েটারের নায়িকা মঞ্জু আজ নিজেকে ভাবে 'ভদ্দর লোক' আর বাড়ীর ছোকরা চাকরটা তার চোখে 'ছোট লোক'।

ভুলুয়া বোঝায়—বলে, 'ছোট লোক আমরাও মঞ্জু।' ভুলুয়ার এ সব কথা আজ মঞ্জুর ভাল লাগে না। সে অমরকে বিচারকের আসনে বসিয়ে নালিশ জানায় ভুলুয়ার নামে। ভুলুয়া আঘাত পায়। সবার অগোচরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় সেই পুরোনো বস্‌তীতে, যেখানে ছোট শিশু নিধু ছিল তাদের বিচারক, লেখাপড়া জানা শহুরে অমরচাঁদ নয়।

দু'জন পথের গাইয়ে বস্‌তীর পথ ধরে গাইতে গাইতে চলেছিল—

প্রেমভিখারী প্রেমের যোগী নীলযমুনা-তীরে,
দেশান্তরী কার লাগি সে জটা কেন শিরে।

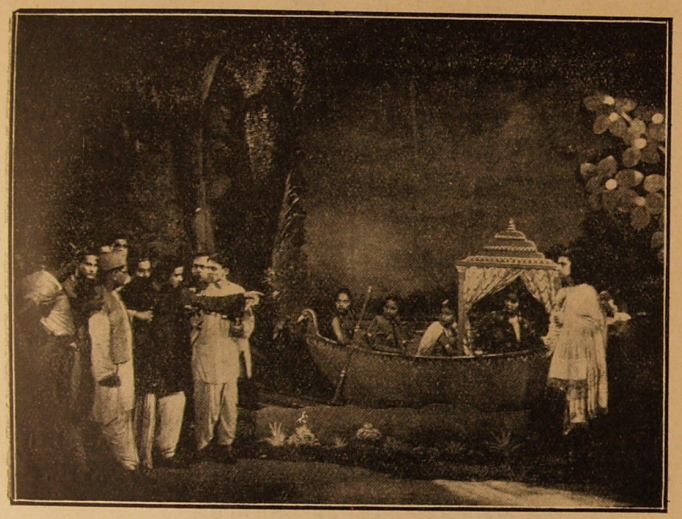

শুনে ভুলুয়া চম্‌কে উঠ্‌ল। ছুটে গিয়ে তাদের থামিয়ে দিয়ে বল্‌ল - 'পালিয়ে যা এ শহর থেকে—কখনও থিয়েটারে চাকরীর চেষ্টা করিস্‌নে।' আর তাদের হাতে গুঁজে দেয় একখানা পাঁচ টাকার নোট। ভুলুয়ার ভয় কোথায় তা তারা জানে না—তারা ফের গান ধরে—

সোনারূপে কালি লাগে দেখ্‌লে কাঁদে হিয়া,
নাই কি রে কেউ ফিরায় তারে চরণে ধরিয়া।

করুণ নয়নে দাঁড়িয়ে থাকে ভুলুয়া—শেষে অনেক রাতে বাড়ী ফিরে আসে।

মাসের পর মাস যায়—

ভুলুয়ার কখনো মনে হয় মঞ্জু ঠিক আগের মতই আছে—কখনো ভয় হয় সে বদ্‌লে গেছে। মঞ্জুর টান ভুলুয়ার উপর থাকলেও অমর তাকে ঘিরে থাকে সব সময়।

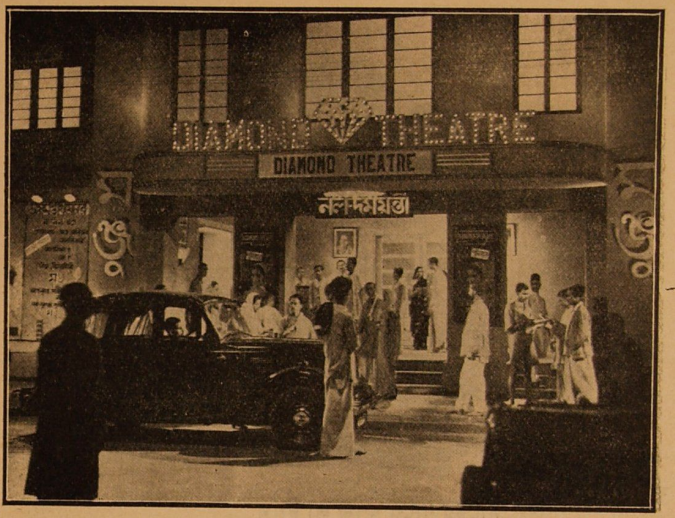

ত্রিলোক চটে যায়—বিশেষ করে যখন শোনে অমরও মদ ছেড়ে দিয়ে, ভাল হয়ে, মঞ্জুকে ভাল রাখ্‌ছে। ত্রিলোক ভুলুয়ার কাছে অমর আর মঞ্জুর নামে কুৎসা গায়। বলে 'ওদের মিশ্‌তে দেবেন না।' ত্রিলোকের কথাকে ঠিক বলে মানবার মত ছোট মন ভুলুয়ার নয়—তবু মন তার খারাপ হয়ে যায়।

অমরের সঙ্গে বেড়িয়ে খুসী মনে মঞ্জু বাড়ী ফেরে। তার ছেলেমানুষের মত চপল মন আজ কানায় কানায় ভরা। তাই পোষাক বদলাতে গিয়ে পুরানো দিনের একটা ঘাঘরা দেখ্‌তে পেয়ে সখ হয় সেটা পরবার।

পুরোনো দিনের ঘাঘরা পরা মঞ্জুকে দেখে সব বিমনা ভাব কেটে যায় ভুলুয়ার। খুসীর বেগে সে ছুটে গিয়ে হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে আসে। তারপর দু'জনে শহর ভুলে গিয়ে ভেসে চলে ফেলে-আসা-জীবনের গানের-সুরে-তরী-পথ দিয়ে।

ভুলুয়া গায়—

পায়ে চলা পথের কথা কে জানেরে কে জানে।

মঞ্জু অম্‌নি যোগান দেয়—

কোথায় যে তার জনম হ'ল
কোথায় চলে কার পানে!

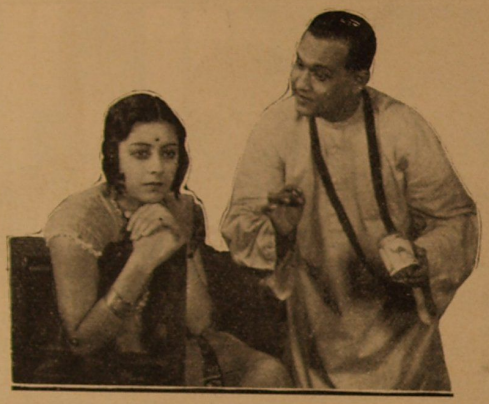

এর পর কখনও ভুলুয়ার কখনও মঞ্জুর স্বরের ভাষায় তাদের মনে আঁকা গাঁয়ের ছবি ফুটে উঠে—

গাঁয়ের ধারে কাজ্‌লা দীঘি
তার পাশে এক পাতার ঘর,
সেথায় আছে কাদের মেয়ে
পথ নিয়ে যায় তার খবর।
ময়নামতির মাঠের ধারে
পদ্ম ভরা বিলের পারে
নূতন ধানের গন্ধ ল'য়ে
পথ চলেছে দূরে দূরে দূরে।
রাখাল ছেলে বাজায় বেণু
গোঠে চরে শতেক ধেনু
কান পেতে সেই সুরে॥
হিজল বনের ছায়া কাঁপে
লক্ষ্মী নদী অঞ্জনাতে,
ঘোম্‌টা পরা ছোট্ট মেয়ে
ভাসায় ডিঙ্গি কেয়াপাতে।
পথ বলে যায় একটি কথা
তারি সাথে ইসারাতে॥

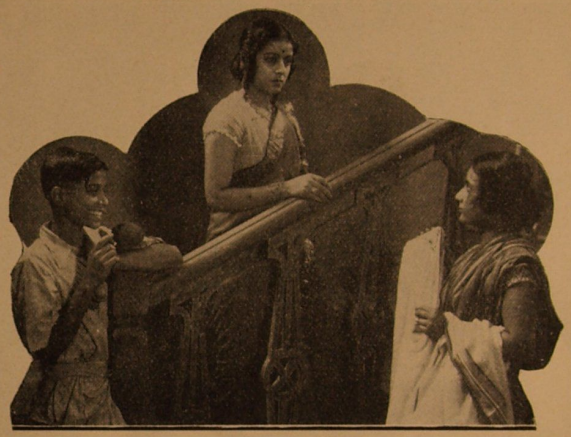

তাদের কানায় কানায় ভরা মন শুধু নেচে গেয়েই যেন ফুরোতে চায় না। ফের সাবেক দিনের মত খুনসুটি সুরু করে তারা। তাদের খুসীর দাপটে পোষা মেনিটা অবধি নাজেহাল হয়ে উঠে।—

এ সুখ হয়তো তাদের পুরোপুরিই চিরকাল ধরে বজায় থাকত, যদি না, অমরের টেলিফোন আস্‌ত, 'ত্রিলোক বল্‌ল, মিঃ ভুলুয়া নাকি পছন্দ করেন না, আমি তোমার সঙ্গে মিশি?'

এ কথা শুনে মঞ্জুর মেজাজ গেল বিগড়ে। ভুলুয়ার কাছে সে কৈফিয়ৎ চাইল—কেন এ কথা বলেছে।

ভুলুয়া এ ধরণের কোন কথাই বলেনি—সবই ত্রিলোকের বানানো। তাই মঞ্জুর কৈফিয়ৎ চাওয়ার জবাবে সে অনুরোধ জানিয়ে বল্‌ল—'তাতে তো কারুরি কোন লাভ নেই—তোরও না আমারও না, তা ছাড়া এ সব আমার ভালও লাগে না—এই সব ঝগড়াঝাটি কৈফিয়ৎ দেওয়া-নেওয়া। তার চেয়ে চল্ মঞ্জু আমরা আবার আগের মত হাত ধরাধরি করে চলে যাই। এই ভদ্দরলোক বাবুদের জীবন আমাদের নয়—এতে সুখ নেই।'

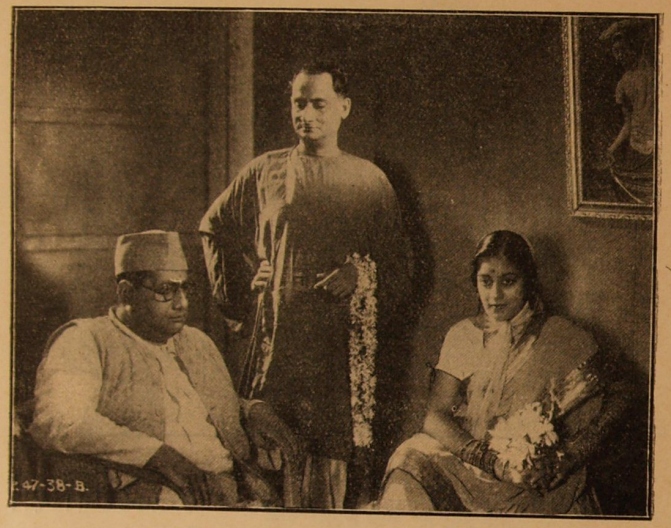

মঞ্জুর একে বিগড়ানো মেজাজ—তার উপর নামকেনার দেমাক। রাগের মাথায় সে বলে ফেল্‌ল—'তোমার চাকরী হয়নি কিনা—'

বলে ফেলেই খেয়াল হলো—তার আপন লোক ভুলুয়াকে এমন কড়া কথা বলা ঠিক হয় নি। মাথা নীচু হয়ে যায় মঞ্জুর। তারপর মাথা তুলে যখন মাপ চাইতে যায়, তখন ভুলুয়া সেখান থেকে চলে গেছে।

ভুলুয়ার সঙ্গে আর মঞ্জুর দেখা হয় না। মঞ্জু দেখে ভুলুয়া তাকে এড়িয়ে চলে। মাপ চাইবার সুযোগও দেয় না। অভিমানে সেও কাছে এগিয়ে আস্‌তে গিয়েও দূরে সরে যায়।

এর উপরে থিয়েটারে গিয়ে মঞ্জু শোনে—**'বাবুল মোরে নৈহার'** গানটার একটা অনুবাদ তাকে নকল সুরে গাইতে হবে।

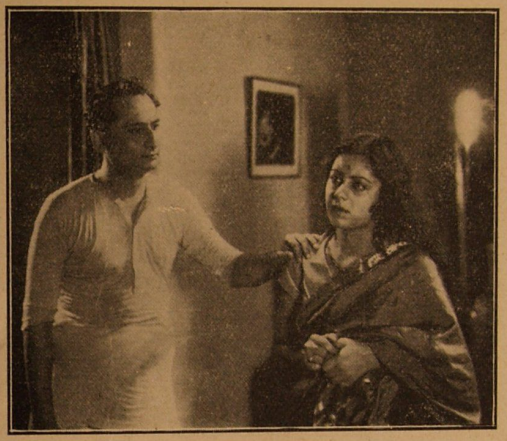

মঞ্জুর মেজাজ যায় আরো বিগড়ে। ভুলুয়ার সঙ্গে যতই ঝগড়া হোক্ সে ঝগড়া তাদের নিজেদের। তাই বলে বাইরের জগৎ কেন এমন কিছু করতে বলবে যাতে ভুলুয়া আঘাত পায়।

এ গানটাকে ভুলুয়া শুধু ভালবাসেনা—পূজা করে।

থিয়েটার আর করবে না জানিয়ে সে বাড়ী চলে আসে।

থিয়েটার থেকে অমর আসে তাকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

বাড়ী এসে মঞ্জুর অভিমানটা একটু কমে গেল ভুলুয়ার জ্বর হয়েছে শুনে। সে নিজের হাতে ভুলুয়ার জন্যে সুজির রুটি করতে বসল।

যদি ভুলুয়া মঞ্জুকে জানিয়ে রেডিওতে গাইতে যেত তাহ'লে সে দিন অমর মঞ্জুকে থিয়েটারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো কি না বলা কঠিন।

অমরের ডাকে রেডিওর নাম-না-জানা গুণীর গান শুন্‌তে এসে মঞ্জু শুন্‌ল ভুলুয়া গাইছে—

এ গান তোমার শেষ ক'রে দাও
নূতন সুরে বাঁধো বীণাখানি,
আঁধার পথে যাত্রা এবার
শেষ হয়েছে দিনের জানাজানি।
কান্না-হাসির দিনগুলি সব,
একে একে হলো নীরব,
চির রাতের অজানা সুর,
বাজাও তবে কঠিন আঘাত হানি॥
ডুবল যদি একটী রবি জ্বল্‌ল দিনের চিতা
নিভলো যদি একটি বাতি জ্বালাও দীপান্বিতা।
বাঁধলে যারে যায়না বাঁধা, তার লাগি আজ মিছেই কাঁদা
পরাজয়ে দুঃখ কিরে
তার মাঝে রয় জয়ের আশার বাণী॥

মঞ্জুর চাপা পড়া অভিমান আবার আরও জোরে দুলে উঠ্‌ল। ভুলুয়ার মনে আঘাত লাগ্‌বে বলে সে **'বাবুল মোরে'** গানটার অনুবাদ গাইতে রাজী না হয়ে থিয়েটার ছেড়ে চলে এলো; আর ভুলুয়া কিনা রেডিওতে চাকরী পেয়েছে সেটা জানালও না! ভুলুয়ার অভিমান কি মঞ্জুর চেয়েও বেশী!

মঞ্জু ঠিক করল,—ভুলুয়া যেমন তাকে পরের মত আঘাত করেছে, সেও তাই করবে। সে থিয়েটারে ঐ গানই—নকল সুরেই গাইবে।

মঞ্জু গেয়েওছিল সে গান—নকল সুরেই। রেডিওতে গান গেয়ে জয়ী হওয়ার খুসীতে মঞ্জুর উপরে সে দিন আর ভুলুয়ার অভিমান ছিল না।

'মাটির গড়া এ ধরণী যেথায় হবে শেষ
সেথায় বুঝি আছে আমার স্বপ্নে-পাওয়া দেশ।'

সেই **'স্বপ্নে-পাওয়া-দেশের'** সাথী, তার মঞ্জুর গান শুনতে ভুলুয়াও সে দিন থিয়েটারে গিয়েছিল জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে। সে শুনেও ছিল মঞ্জু গাইছে—

ওরে ও বাবুল,
আমার ঘর বুঝি আজিকে ছুটে যায়।
যাবার রথ খানি সাজায়ে দিল আনি,
আপন পর মম সকলি গেল হায়।

গান-পাগ্‌লা ভুলুয়ার নিজের চেয়েও দরদী গানটাকে তারই সাম্‌নে খুন করেছে তার হাতে গড়া মঞ্জু!

এ আঘাত কি ভুলুয়া সইতে পারবে? যদি না পারে? যদি বাধা দিতে গিয়ে বাধা পায়? তবে?

থিয়েটারের সেরা নটী মঞ্জু। তার আপনজন ভুলুয়া যদি বাধা দিতে যায়, তার অভিমান তাকে ভুল বোঝাবে না তো? ভুলুয়ার আদরে আদরে, ভুলুয়ার বুকের ছায়ায় মানুষ হওয়া মঞ্জু যে অভিমানকে নিজের বশে রাখ্‌তে শেখেনি কোনদিন।

ভুলুয়া তো এও ভাব্‌তে পারে সহরের বিজলীবাতির চোক ঝল্‌সানো আলোতে তার দেহাতী মঞ্জু হারিয়ে গেছে।

আর অমর? সে কি মঞ্জুকে মনে মনে ভালবাসত না? ভুলুয়া যদি আপ্‌না হতেই সরে যায়; আর যদি মনে হয় মঞ্জু আপ্‌না হতেই তার দিকে এগিয়ে আসছে—তবে, তবে সে কী করবে?

চিরকাল ধরে ভুলুয়া পথের সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে এসেছে। আজও গায়—

আজ পথের সুরের সাথে তার গানের সুর মেলে কি? এ পথগুলি গিয়েছে কোথায়?

মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে যে পথ গুলো দিয়ে অমর ভরপুর মনে চলেছে নিজের মনের কথা উজাড় করে দিতে দিতে—সে পথের ধুলা কি শুনেছে ভুলুয়ার গান?

আর কে জানে—কোন্ পথে আছে "**ষ্ট্রীট সিঙ্গার**"

মঞ্জুর—"সাথী"?

নিউ থিয়েটার্স লিঃ ১৭২ নং, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
৪৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
দি ইণ্টারন্যাশনেল প্রেস হইতে মুদ্রিত।